

:-একজন ওমরাহ্ পালনকারীর প্রাথমিক প্রস্তুতি ও সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী:-

**** মহান আল্লাহ্ পাকের অশেষ রহমত তাঁর পবিত্র ঘর তাওয়াফ করা এবং তাঁর প্রিয় হাবীব মহানবী (সাঃ)- এর মসজিদ-এ-নববী দর্শন ও যিয়ারত করা।** আপনার জীবনে এই মূল্যবান সুযোগটা এলে তা পালনে আপনি মোটেও বিলম্ব করবেন না। আমাদের জীবন খুবই সীমিত সময়ের। তাই সামর্থ্য ও সুস্থতা থাকতে এই মহান কাজটি আমাদের সকলেরই করা উচিত।

**** আপনার বহনকৃত ব্যাগটি ট্রলি ব্যাগ হলে উত্তম হয়।** বিমানের ভিতর লাগেজ যেখানে রাখা হয় সেখানে বহন যোগ্য ছোট ট্রলি ব্যাগ নিবেন, যা আপনি বুকিং ছাড়া নিজে বহন করে বিমানে নিতে পারবেন। অনেক সময় বুকিং-এ দেওয়া মালামাল পেতে বিলম্ব হতে পারে। আলাদা সাইট ব্যাগে ওমরাহ্ পালনের সাদা কাপড় দুটি, দুই ফিতার জুতা হাতে বহন করবেন (পুরুষের জন্য)।

**** ওমরাহ্ যাওয়ার সময় যে সমস্ত সামগ্রী সাথে নিতে হবে :-**

- ০১। পুরুষের ইহরামের কাপড় দুই সেট ও বেল্ট। ০২। পুরুষের জন্য ২ জোড়া দুই ফিতার সেভেল/চপ্পল।
- ০৩। কাপড়ের জুতা (পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য)। যেহেতু হাটা বা চলা-ফেরা বেশী হয় তাই কাপড়ের ফিতা বিহীন জুতা যা সহজে খোলা বা পরা যায়।
- ০৪। পরিধেয় কাপড় ৩/৪ সেট। ০৫। সাবান ও কিছু পাতা স্যাম্পু। ০৬। লোশন/ক্রিম/লিপ-জেল জাতীয়।
- ০৭। পেস্ট/ব্রাশ/তেল/চিরুনী, টয়লেট টিস্যু/রশি ১০গজ। ০৮। চা/কফি (টিব্যাগ/পাতা কফি)। (৯) ৭ দানার তসবীহ।
- ১০। মোবাইল ফোন। প্রায় হোটেলে ওয়াই-ফাই আছে। তাই ভালো মোবাইল হলে বিনা খরচে কথা বলা যায়।
- ১১। একটি খাবারের প্লেট এবং পানির কাপ (মেলামাইন হলে উত্তম) নিবেন। (১২) ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনসহ প্রয়োজনীয় ঔষধ, খাবার স্যালাইন।
- ১৩। শীতের জামাকাপড়। (শীতের মৌসুমে)

**** মহিলা হজ্জযাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত সামগ্রী:-**

- ০১। মহিলাদের জন্য বোরকা ও মাথায় ব্যবহারের জন্য একটি ক্যাপ। ০২। ছোট কাঁচি (মহিলাদের চুল কাটার জন্য)।
- ০৩। বোরকা ২টি। ০৪। প্রয়োজনীয় সেলোয়ার কামিজ। ০৫। মহিলাদের জন্য কাপড়ের স্যু।

ওমরাহ্ ফরজ দুইটিঃ ০১. ইহরাম পরিধান ও নিয়ত করা:-

**** ইহরাম বাঁধার পূর্বে গৌফ, চুল, নখ, বগল ও নাভীর নীচে যথারীতি ক্ষৌরকর্ম সমাপনের পর গোসল করে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।** যদি আপনার ফ্লাইট সরাসরি ঢাকা-জেন্দা হয়, তাহলে আপনার বাসা অথবা ঢাকা বিমানবন্দর থেকে এহরাম বেঁধে নিবেন, কিন্তু ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করে এহরাম এর নিয়ত করবেন। কারণ অনেক সময় টেকনিক্যাল কারণে ফ্লাইট বাতিল বা বিলম্ব হতে পারে।

**** এহরাম এর কাপড় সেলাইবিহীন হতে হবে।** তাই আপনার পরিধানে কোন সেলাইযুক্ত কাপড় যেমন জামা/গেজি/আভার ওয়ার/টুপি বা অন্য কোন কাপড় থাকবে না। অর্থাৎ আপনার নেওয়া দুটি সাদা কাপড় একটি আপনার সুবিধামত ভাবে লুঙ্গির ন্যায় পরবেন, অন্যটি চাদরের মত গায়ে জড়াবেন।

**** মহিলাদের ক্ষেত্রে তারা যেমন ইচ্ছা পোষাক পরিধান করে গায়ে একটি বোরকা পরে নিবেন এবং মুখ মন্ডল ছাড়া সারা শরীর ঢেকে রাখবেন, এবং মাথায় ক্যাপ পরে নিবেন।** ওমরাহ্ এর নিয়ত আরবী বা বাংলায় করা যাবে। নিয়ত করার পর সময় থাকলে এবং মাকরুহ ওয়াক্ত না হলে দু রাকাত সুন্নাতুল ইহরাম নামাজ পড়া উত্তম। এরপর তালবিয়্যাহ্ পুরুষরা উচ্চস্বরে পড়বেন এবং মহিলারা শব্দবিহীন পড়বেন।

**** ওমরাহ্ নিয়ত ঃ** আল্লাহুমা ইন্নী উরীদুল উমরাতা ফা-ইয়াচ্ছির লী-ওয়াতাকাব্বাল মিন্নী। বাংলা নিয়ত- হে আল্লাহ আমি ওমরাহ্ পালনের জন্য এহরাম বাধলাম, আপনি তা সহজ করে দিন এবং কবুল করে নিন।

তালবিয়া ঃ লাক্বাঈকা আল্লাহুমা লাক্বাঈক, লাক্বাঈকা লা-শারীকা-লাকা লাক্বাঈক, ইন্নাল হামদা ওয়ান্ন নিয়মাতা লাকা ওয়াল-মুলক্, লা-শারীকালাক।

অর্থ ঃ আমি হাজির, হে আল্লাহ আমি হাজির। আপনার ডাকে সাড়া দিতে আমি হাজির। আপনার কোন অংশীদার নেই। নিঃসন্দেহে সমস্ত প্রশংসা ও নিয়ামত এবং একচ্ছত্র আধিপত্য আপনার। আপনার কোন অংশীদার নেই। বায়তুল্লাহ্ শরীফ এর সামনে পৌছা পর্যন্ত অনবরত তালবিয়্যাহ্ পাঠ করা।

০২. তাওয়াফ করা:-

**** তাওয়াফের বিবরণ ঃ** মক্কায় পৌছে হাজীদের সর্বপ্রথম কাজই হলো নিজের মালামাল/সামান্য গুছিয়ে রেখে পাক পবিত্র হয়ে হারাম শরীফে হাজিরা দেওয়া এবং তাওয়াফ করা।

**** তাওয়াফের নিয়ত ঃ** আল্লাহুমা ইন্নী উরীদু তাওয়াফা বাইতিকাল হারাম ফাইয়াচ্ছিরল্-লী, ওয়া তাক্বাব্বাল-হু-মিন্নী। বাংলায় নিয়ত- হে আল্লাহ আমি তাওয়াফ পালনের জন্য নিয়ত করলাম, আপনি আমার পক্ষ থেকে তা সহজ করে দিন, কবুল করে নিন।

**** তাওয়াফের ফরজসমূহঃ-**

- ০১। হাজরে আসওয়াদকে বামে রেখে তাওয়াফ করা।
- ০২। শরীর পাক-সফ রাখা, ওযু করা। মহিলাদের হায়েজ নেফাছ অবস্থায় তাওয়াফ করা যাবে না।
- ০৩। ছতর ঢাকা। অর্থাৎ যেটুকু ঢাকা প্রত্যেক পুরুষ-নারীর জন্য ফরজ।
- ০৪। হাতীমে কাবার বাইরে থেকে তাওয়াফ করা।
- ০৫। পায়ে হেঁটে তাওয়াফ করা। (অক্ষম ব্যক্তি খাটিয়ার মাধ্যমে বা হুইল চেয়ারের মাধ্যমে তাওয়াফ করতে পারেন)।
- ০৬। এক নাগাড়ে বিরতিহীনভাবে সাতবার চক্কর দিয়ে তাওয়াফ পূর্ণ করা।
- ০৭। সাত চক্করে এক তাওয়াফ এটা পূর্ণ হলেই দুই রাকাত তাওয়াফের নামায।

২নং পাতা

** তাওয়াফের সূনাত কার্যাবলীঃ-

- ০১। তাওয়াফের শুরুতে হাজ্জে আস্ওয়াদ এর দিকে মূখ করা।
- ০২। সম্ভব সলে হাজ্জে আস্ওয়াদ চুম্বন করা। নতুবা হাত দ্বারা দূর থেকে ইশারা করা এবং মুখে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর ওয়া-লিল্লাহিলহাম্দ বলা।
- ০৩। হাজ্জে আস্ওয়াদ বরাবর দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় উভয় হাত সিনা পর্যন্ত উঠান।
- ০৪। যে তাওয়াফের পরে সাঈ আছে তাতে এযতেবা করা। অর্থাৎ ইহরামের চাদরের (উপরের অংশের) দুই মাথা ডান বগলের নিচ দিয়ে বাম কাঁধের উপর ফেলে দেওয়া।
- ০৫। সাঈ যুক্ত তাওয়াফের প্রথম তিন চক্রে রমল করা। অথবা বীরের মত হেলে দুলে জোড় কদমে (একের পর এক পা ফেলে) চলা।
- ০৬। বাকী চার চক্র সাধারণ গতিতে (ধীরে ধীরে) সম্পন্ন করা।
- ০৭। প্রত্যেক চক্র তাওয়াফ শেষ করে এবং শেষ চক্রেরও পরে হাজ্জে আস্ওয়াদকে সম্ভব হলে চুম্বন করা। সম্ভব না হলে দূর থেকে ইশারা করে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর ওয়ালিল্লাহিল হাম্দ দোয়াটি পাঠ করা এবং ৩ নং নিয়মের ন্যায় দাঁড়িয়ে ইশারা করে তাওয়াফ শেষ করা।

** ওমরাহর ওয়াজিব দুইটি : (১) সাফা ও মারওয়া মধ্যবর্তী সাতবার সাকী করা।

** সাকীর নিয়মঃ সাকী অর্থ দৌড়ানো, দ্রুত চলা। এটা 'ছাফা' পাহাড় থেকে প্রথমে শুরু করতে হবে, নিয়্যাত। ছাফা পাহাড়ে এসে কেবলামুখী হয়ে দু'আ করবেন। ছাফা থেকে শুরু করে মারওয়ায় আসলে একবার হবে, মারওয়া থেকে ছাফায় গেলে দুইবার। এভাবে সাতবার সাকীর সময় প্রথম তিন চক্র সবুজ বাতির মাঝের অংশটুকু দৌড়ে হলে দুলে যাওয়া সূনাত (পুরুষদের জন্য)। পরের চার চক্র সাধারণ গতিতে সম্পন্ন করতে হবে।

** সাকীর সহজ দোয়াঃ (ক) সুবহানাল্লাহি ওয়াল হাম্দুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়া লা-হাওলা, ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। (খ) রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়াআনতাল আ-আজ্জুল আকরাম।

(২) মাথার চুল মুড়ানো বা ছাঁটাঃ পুরুষ হাজীসাহেবগণ মাথার সম্পূর্ণ চুল ছাঁটবেন। মহিলাদের চুলের সম্পূর্ণ গোছার অগ্রভাগ থেকে আঙ্গুলের ১ ইঞ্চি পরিমাণ কেটে ফেলা। মহিলা হাজীসাহেবগণ একজন অন্যজনের চুল কাটবেন অথবা নিজের চুল নিজে ও কাটতে পারবেন।

** ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ ঃ-

- ০১। সেলাইযুক্ত যে কোন কাপড় ব্যবহার করা।
- ০২। মস্তক ও মুখমণ্ডল (ইহরামের কাপড়সহ যে কোন কাপড় দ্বারা) ঢাকা।
- ০৩। পায়ের পিঠি ঢেকে যায় এমন জুতা পরা। ০৪। চুলকাটা বা ছিড়ে ফেলা ০৫। নখকাটা ০৬। ঘ্রানযুক্ত তৈল বা আতর লাগানো।
- ০৭। স্ত্রীর সঙ্গে সংগম করা। ০৮। যৌন উত্তেজনামূলক কোন আচরণ বা কোন কথা বলা। ০৯। শিকার করা। ১০। ঝগড়া বিবাদ বা যুদ্ধ করা।
- ১১। চুল দাড়িতে চিরুনী বা আঙ্গুলী চালনা করা, যাতে ছিড়ার আশংকা থাকে। ১২। শরীরে সাবান লাগানো।
- ১৩। উকুন, ছারপোকা, মশা ও মাছিসহ কষ্টদায়ক জন্তু মারা যাবে। ১৪। কোন গুনাহের কাজ করা ইত্যাদি।

বাইতুল্লাহ শরীফে দোয়া কবুলের স্থানঃ- (ক) রুকনে ইয়ামেন থেকে হাজ্জে আস্ওয়াদ পর্যন্ত এ স্থানে (খ) হাজ্জে আস্ওয়াদ (গ) মুলতাজাম (ঘ) হাতীমে কা'বার ভিতরে (ঙ) সাফা পাহাড়ের উপরে

** হোটেল অবস্থান কালে আপনার জন্য আলাদা কোন রুম অর্থ্যৎ একক রুম হবে না। কারন প্রতিটা রুমে ৪/৫ জনের হাজীর থাকার ব্যবস্থা করা হয়। যদি আপনি একা আলাদা রুম নিতে চান, তবে আপনাকে একটা রুমের ভাড়া পরিশোধ করতে হবে। তবে যদি আপনার পরিবার বা বন্ধুরা মিলে ৪/৫জন হন সেক্ষেত্রে একটা রুমে সকলে থাকতে পারবেন এর জন্য আপনাকে প্যাকেজের অতিরিক্ত কোন অর্থ দিতে হবে না। তবে যারা ভিআইপি/বিশেষ প্যাকেজে যান তাদের রুম আগেই নির্ধারিত থাকে।

** মদীনায় রওজা পাকের যিয়ারত ও সালামঃ- পুরুষ হাজীগণ মসজীদে নববীর বাবুস সালাম গেইট দিয়ে প্রবেশ করে সামনের দিকে অগ্রসর হলে বাম দিকে রওজা শরীফ দেখা যাবে। রওজা মোবারকের পাশে গিয়ে মনের সবটুকু আবেগ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে মায়াবী কণ্ঠে সালাম দিবে।

এভাবে---আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবীয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ** তারপর হযরত আবুবকর (রাঃ) কে-- আসসালামু আলাইকা ইয়া আবুবকর (রাঃ), ** তারপর হযরত ওমর (রাঃ) কে-- আসসালামু আলাইকা ইয়া ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)। আর মহিলা হাজীদের রওজা মোবারকে সালাম দেওয়ার সময় হচ্ছে প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর আনুমানিক সকাল ৭টা-১১টা, যোহরের নামাজের পর ও ঈশার নামাযের পর ২৪,২৫,১৭,১৫ গেইট দিয়ে প্রবেশ করানো হয়। মদীনা শরীফের আমল হচ্ছে সর্বদা দুরুদ শরীফ পাঠ করা। পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে পড়া। সূনাত তুরীকামত আমল করা। মহিলারা পরিপূর্ণভাবে পর্দা করা। রওজার পাশে রিয়াদুল জান্নাত নামক স্থানে দুই রাকাত নামায পড়া। জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে (পুরুষ) জিয়ারাত করা।

হাজীদের জন্য টিপসঃ ১। অবশ্যই গাইডকে অনুকরণ করবেন, গাইডের নির্দেশনা মত চলবেন। ২। একাকী চলাফেরা করবেন না, গ্রুপে চলাফেরা করবেন। ৩। বাহিরে যাওয়ার সময় অবশ্যই হোটেলের কার্ড, ভিসা কপি, মোবাইল, জুতার ব্যাগ সাথে রাখবেন। ৪। ঘুমানোর সময় রুমে মোবাইলে কথা বলবেন না, যাতে অন্য সাথীর ক্ষতির কারণ হয়। ৫। মহিলাদের রুমে প্রবেশ করবেন না। ৬। আপনার রুম ও বাথরুম পরিষ্কার রাখবেন, বেড কভার বা কার্পেট অপরিষ্কার করলে হোটেল কর্তৃপক্ষ জরিমানা করতে পারে। ৬। হারামাইন শরীফাইনে জমজমের পানি দুই ধরনের থাকে, কোন্ড এবং সাধারণ, আবেগে পড়ে কখনো জমজমের ঠান্ডা পানি পান করবেন না। সাধারণ পানি পান করবেন, প্রয়োজনে আপনার গাইডের সহযোগিতা নিবেন। ৭। ধূমপান করবেন না, রাজনৈতিক আলোচনা করবেন না। ৮। কোন প্রকার ঝগড়াঝাটি ও গুনাহের কাজ করবেন না, কোন সাথীকে কষ্ট দিবেন না। ৯। মক্কা-মদীনার কোন সমালোচনা করবেন না। ১০। রুমের বাহিরে যাওয়ার সময় রুমের চাবি হোটেল রিসিপশনে রেখে যাবেন। ১১। অপ্রয়োজনে মার্কেটে ঘুরাফেরা ও স্বজনদের সাথে সময় নষ্ট করবেন না, কারণ মক্কা-মদীনার প্রতিটি সেকেন্ড আপনার জন্য মহামূল্যবান। ১২। জুতা সবসময় সাথে রাখবেন।

মাওঃ মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসাইন (স্বত্বাধিকারী)